জরিপ : পাঠ্য পুস্তক সংকট

শিক্ষার্থীদের বাড়তি ব্যয় ৬৭ কোটি টাকা, ২৪টি বইয়ে শুধু মলাট বদলানো হয়েছে, কেউই সব বিষয়ে নতুন বই পায়নি, নতুন বইয়ে অসংখ্য ভুল, নতুন মলাটে পুরানো বই বিক্রি

চলতি বছর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়ে এক ঘোরতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এবিষয়ে উদ্বেগজনক খবর প্রকাশিত হচ্ছে। অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা সরকার এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তীব্র সমালোচনা করছেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সারাদেশে সভা-সমাবেশ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পর্যন্ত আহবান করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা দোকান থেকে বোর্ডের নির্ধারিত নতুন বই কিনতে পারছে না। বাজারে বোর্ডের বই দুস্প্রাপ্য। যাও কিনতে পারছে তাও আবার বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। অনেককে আবার নোট বই কিনতে দোকানদার বাধ্য করছে। বইয়ের ছাপা, কাগজের মান ও বাধাঁই অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অনেক পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট বের হয়েছে। পত্রিকার রিপোর্ট বলছে: নতুন বইয়ে অসংখ্য ভুল, নতুন মলাটে পুরানো বই বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। মৌলিক শিক্ষা স্তরে লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার ভিত রচনার সময় এই জাতি-বিধ্বংসী সমস্যার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী ও প্রধান শিক্ষক - এর উপর এক রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মাধ্যমে সমস্যার একটি প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

জরিপের রিপোর্ট ২২ মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, সদস্য প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা সাইদুর রহমান মোল্লা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন।

রিপোর্ট কার্ড জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, এ বছর মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ট থেকে নবম শ্রেণী) বোর্ডের সব বিষয়ের পাঠ্যবই সময় মতো না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের বাড়তি ৬৭ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। শিক্ষাজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ষষ্ট থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৪৩ টি বইয়ের মধ্যে ২৪টি বইয়ের মলাট ছাড়া কোনো কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি।

এবছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত

দুর্নীতির টুকরো খবর

দুর্নীতি বিষয়ে নতুন কোর্স

দেশে প্রথমবারের মতো পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি বিষয়ে একটি পৃথক কোর্স অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়াবার জন্য সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি পৃথক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে। কোর্সটির নাম পলিটিক্স এন্ড করাপশন (Politics and corruption)। দুর্নীতি বিষয়ের বিশিষ্ট গবেষক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার এই নতুন কোর্সটির ডিজাইন করেছেন।

সূত্র : রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইঞ্জিন থেকে তেল চুরি, রেল চলাচল বন্ধ

এক শ্রেণীর রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় রাজবাড়ীতে কিছু অসাধু তেল ব্যবসায়ী ইঞ্জিন হতে শতশত লিটার ডিজেল রাতের অন্ধকারে নামিয়ে তা খোলা বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি করছে। যার ফলে রেল এই রুটে লাখ লাখ টাকা লোকসান দিচ্ছে। ইতিপূর্বে লোকসানের কারণে এই রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন বন্ধ করা হয়েছে। আগামীতেও বন্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তেল পাচারের মূল ভূমিকা পালনকারী ইঞ্জিন ড্রাইভারদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা না হলে পরবর্তীতে বিশাল অংকের অর্থ সরকারকে লোকসান দিতে হবে।

সূত্র : দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ২ জানুয়ারী ২০০১

রাজস্ব ফাঁকি : কাস্টমস্ কর্মকর্তা জড়িত

রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতায় একশ্রেনীর অসৎ ব্যবসায়ী ছাড়াও খোদ কাস্টমসের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। যার ফলে দেশের সর্ববৃহৎ রাজস্ব যোগদানদার সংস্থা চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে এবছরও রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির আশংকা করা হচ্ছে। পিএসআই যোগ্য পন্যকে পিএসআই বহির্ভূত হিসেবে দেখানো সহ নানান উপায়ে ফাঁকির সুযোগ দিয়ে বিরাট অঙ্কের আর্থিক সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ কাস্টমস পর্যায়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ ধরনের এক অভিযোগে কাস্টমস হাউসের অ্যাসেসিং টিম-৯ এর প্রিন্সিপল এপ্রাইজার আবদুল খালেক আকন্দকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

অফিস করেন ইচ্ছা মতো

হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মচারী কর্মকর্তারা ইচ্ছামাফিক অফিসে যাওয়া আসা করেন। অনেক কর্মকর্তা গরহাজির থাকার কারণে অফিসে কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। অনিয়মিত যাওয়া আসার কারণে ছুটি নিতে হয় না।

সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারী ২০০১

বিদ্যুৎ কর্মীদের দুর্নীতি

রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতি, হয়রানী ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। বিদ্যুৎ কর্মচারীরা নগদ টাকা ও সুবিধার বিনিময়ে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ, কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে মিটারে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বিল কমিয়ে দিচ্ছে।

সূত্র : দৈনিক বাংলাবাজার, ২৫ জানুয়ারী ২০০১

বৈদেশিক সাহায্য লুন্ঠন

গত তিন দশকে বাংলাদেশে আনুমানিক ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক ঋন ও সাহায্য আসলেও এর ৭৫ শতাংশ নানাভাবে লুটপাট হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ ভাগ কনসালটেন্সির নামে বিদেশীদের কাছে, ৩০ ভাগ আমলা রাজনীতিবিদ, কমিশন এজেন্ট ও ঠিকাদারদের পকেটে, এবং বাকি ২০ ভাগ লুটে খেয়েছে শহর ও গ্রামের